বিভিন্ন 'আমলের ফজিলত ও বরকত

হাজী আব্দুল ওয়াহাব সাহেবের

বয়ানে আলোচিত বিভিন্ন দুআর দূর্লভ উপহার সূরায়ে ইখলাসের ফজিলত ও বরকত নিম্নোক্ত দুআগুলো হাজী সাহেব দক্ষিন আফ্রিকা সফরকালে সেখানকার স্থানীয় লোকদেরকে জানান।

মাত্র ১৫ মিনিটে ৯ বার কুরআন শরীফ খতম এবং এক হাজার আয়াত পড়ার সাওয়াব

সংকলন ও বিন্যাসে
মুফতি মুহাম্মদ জারিন সাকের
খতীব, জামেয়া ফারুকিয়া মসজিদ, লাহোর

মোহাম্মদী লাইব্রেরী
চকবাজার, বাংলা বাজার, ঢাকা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরায়ে ইখলাসের ফজিলত ও বরকত

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ- اَللّٰهُ الصَّمَدُ- لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ- وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ-

প্রতিদিন ওযুর সাথে দুইশত বার পড়ার দ্বারা নয়টি উপকার লাভ হয়।

(১) আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জাত অসন্তুষ্টির ৩০০ টি দরজা বন্ধ করে দিবেন। যেমন : শত্রুতা, দূর্ভিক্ষ, ফিতনা ইত্যাদি।

(২) রহ্মাতের ৩০০ টি দরজা খুলে দিবেন।

(৩) রিজিকের ৩০০ টি দরজা খুলে দিবেন।

আল্লাহ্ তা'আলা পরিশ্রম ছাড়া তাকে গায়েব থেকে রিজিক দিবেন।

(৪) আল্লাহ্ পাক নিজস্ব ইলম থেকে তাকে ইলম দিবেন, নিজের ধৈর্য্য থেকে ধৈর্য্য এবং নিজের বুঝ থেকে তাকে বুঝ দিবেন।

(৫) ছয়ষট্টি বার কুরআন শরীফ খতম করার সাওয়াব দান করবেন।

প্রকাশক ঃ
মোহাম্মদ হাবিব উল্লাহ
মোহাম্মদী লাইব্রেরী
চকবাজার, বাংলা বাজার, ইসলামী টাওয়ার-নীচতলা, ঢাকা।
ফোনঃ ৭৩১৫৮৫০, ফোন ঃ ০৪৪৭৩৬৫০৭৩৩

সূচীপত্র

(৬) তার পঞ্চাশ বছরের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

(৭) আল্লাহ পাক জান্নাতে বিশটি মহল দান করবেন। যেগুলো ইয়াকুত, মারজান, জমরুদ দ্বারা নির্মিত হবে এবং প্রত্যেকটি মহলে সত্তর হাজার দরজা থাকবে।

(৮) দুই হাজার রাক'আত নফল পড়ার সাওয়াব অর্জিত হবে।

(৯) যখন মৃত্যু বরণ করবে তখন তার জানাযায় এক লক্ষ দশ হাজার ফিরিশতা অংশগ্রহণ করবেন।

বিভিন্ন 'আমলের ফজিলত
হাজী আব্দুল ওয়াহাব সাহেবের
বয়ানে আলোচিত বিভিন্ন দুআর দূর্লভ উপহার

(১) যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা তিনবার করে কুরআনুল কারীমের শেষ তিন সূরা পড়বে আল্লাহ্ তা'আলা সাত তবক জমীন, সাত তবক আসমান, সমস্ত মানুষ এবং সমস্ত জ্বীনদের অনিষ্ট থেকে তাকে রক্ষা করবেন। (হিসনেহাসিন, তিরমীজি শরীফ, আবুদাউদ)

(২) যখন কোন ব্যক্তি আপনার সাথে বাদানুবাদ বা তর্কমূলক আলোচনা করতে চাইবে তখন আপনি তিনবার সূরায়ে ফাতিহা এবং তিনবার সূরায়ে ইখলাস পড়ুন। ইনশাআল্লাহ পথনির্দেশ এবং সফলতা প্রাপ্ত হবেন।

(৩) যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধা পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ دَاءٍ وَّ دَوَاءٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ

প্রত্যেক ব্যাথা ও অসুস্থতার জন্য শুরু ও শেষে তিনবার করে দুরুদ শরীফ ও মাঝে সূরায়ে ফাতিহার সাথে উক্ত দুরুদ শরীফ পড়বে, সে এসব রোগ ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভ করবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রত্যেক শরীয়ত বিরোধী কাজ থেকে বিরত রাখবেন। (জারিয়াতুল উসূল)

(৪) যে ব্যক্তি প্রতিদিন জোহরের নামাযের পরে একশত বার ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ–

পড়বে, (ক) কখনও ঋণগ্রস্থ হবেনা। (খ) গায়েবের ধনভান্ডার থেকে আল্লাহ তা'আলা তার ঋণ পরিশোধ করে দিবেন। (গ) তার গুনাহ লক্ষ্য করে আজাব দেয়া হবেনা। (হাজী সাহেবের বয়ান থেকে গৃহীত)

(৫) যে ব্যক্তি ফজরের পরে– "يَا مَالِكُ يَا قُدُّوْسُ" এগারো বার পড়বে, আল্লাহ তা'আলা লজ্জাস্থানের বিভিন্ন অসুখ থেকে তাকে মুক্তি দিবেন। (মা'মুলাতে আকাবির)

(৬) যে ব্যক্তি দিবসে একশত বার ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَعَلَى الْمُسْلِمِيْنَ الْمُسْلِمٰتِ–

পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তার সম্পদ বৃদ্ধি করে দিবেন এবং এশার পরে পড়ার দ্বারা স্বপ্নে হুজুর ﷺ এর জিয়ারত লাভ হবে। (জারিয়াতুল উসুল)

(৭) যদি কেউ প্রতিদিন এগারো বার ঃ

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ–

পড়ে, তবে আল্লাহ তা'আলা মৃত্যুর পূর্বে দুনিয়াতেই তাকে তার জান্নাতের ঠিকানা দেখাবেন।

(৮) যে ব্যক্তি প্রতিদিন চল্লিশবার ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ–

পড়বে, সে সব ধরনের রোগ থেকে মুক্তি লাভ করবে এবং যদি সে দিন মৃত্যুবরন করে তবে শহীদ হবে আর যদি সুস্থ হয়ে যায় তবে তার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। (হিসনে হাসীন)

(৯) যে ব্যক্তি একচল্লিশ বার সূরায়ে কাওসার পড়ে শস্যদানা ইত্যাদির উপর দম করবে, তবে তার কখনও রিযিক শেষ হবেনা।

(১০) যে ব্যক্তি একচল্লিশ বার সূরায়ে কুরায়েশ পড়ে ফসল বা খানার পাত্রে দম করবে, তবে তা যথেষ্ট হয়ে যাবে। (হাজী সাহেবের বয়ান থেকে গৃহীত)

(১১) যে ব্যক্তি একচল্লিশ বার ঃ

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ-

পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তার অবাধ্য স্ত্রী-সন্তানদেরকে বাধ্য করে দিবেন। (মা'য়মুলাতে আকাবির)

(১২) যে ব্যক্তি প্রতিদিন একচল্লিশ বার 'আয়াতুল কুরসি' পড়বে, তবে আল্লাহ তা'আলা তার ঈমান ও একিনের দূর্বলতাকে দূর করে দিবেন। (হাজী সাহেরব বয়ান থেকে গৃহীত)

(১৩) যে ব্যক্তি প্রতিদিন ফজরের নামাযের পরে একশত বার ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ-

পড়বে, তার (ক) রিজিকের পেরেশানী দূর হবে। (খ) যাহেরী ও বাতেনী স্বচ্ছলতা লাভ হবে। (গ) কবরের মধ্যে মুনকার-নাকিরের প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সাহায্য লাভ হবে। (ঘ) তার জন্য জান্নাতের দরজায় করাঘাত করা হবে। (কানযুল আ'মাল)

(১৪) যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে তিনবার-

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَىٌّ لَايَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ-

পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রত্যেক রাক'আতের জন্য এক বৎসর ইবাদতের সাওয়াব দান করবেন। (তারগীব)

(১৫) যে ব্যক্তি দিবসে একবার ইখলাসের সাথে কালিমায়ে তায়্যিবাহ পড়ে, তার (ক) পিছনের গুনাহ মাফ হয়ে যায় (খ) চার হাজার নেকি প্রাপ্ত হয় (গ) আল্লাহর পক্ষ থেকে নিরাপত্তা লাভ হয় এবং (ঘ) জান্নাত তার জন্য ওয়াজিব হয়ে যায়। (তাফসিরে মাজহারী)

(১৬) যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাযের পরে আয়াতুল কুরসী পড়ে, তার এবং জান্নাতের মাঝে শুধু মৃত্যুই পর্দা হয়ে আছে। অর্থাৎ মৃত্যুর সাথে সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (তাফসিরে মাজহারী)

(১৭) বাজারে পৌছার পর–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَىٌّ لَايَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ–

পড়ার দ্বারা দশ লক্ষ নেকী লাভ হয় এবং দশ লক্ষ গুনাহ মাফ হয়, জান্নাতে একটি বালাখানা প্রাপ্ত হয়। (তিরমীযি শরীফ)

(১৮) যে ব্যক্তি প্রতিদিন যখনই একবার ঃ

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهٗ–

পড়ে, সত্তর হাজার ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত তার জন্য নেকী লিখতে থাকে।

(ফাজায়েলে দরুদ শরীফ)

(১৯) দিন-রাতের মধ্যে যখনই একবার ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ اَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ–

পড়ার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা বিশ লক্ষ নেকী দান করেন।

(২০) যে ব্যক্তি সূরায়ে আন'আম এর প্রথম তিন আয়াত সকাল অথবা বিকালে পড়বে, (ক) চল্লিশ হাজার ফিরিশতা কিয়ামত পর্যন্ত ইবাদত করবে, যার সাওয়াব উক্ত ব্যক্তির আমলনামায় লিখা হবে। (খ) আল্লাহ তা'আলা একজন ফিরিশতা নির্ধারন করে দেন যিনি কুমন্ত্রনা দেয়ার জন্য শয়তানের মুখে চাবুক মারেন। ফলে শয়তান এবং উক্ত ব্যক্তির মাঝে পর্দা পরে যায়। (গ) কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ তা'আলা বলবেন : হে বান্দা, আমার আরশের ছায়ার আস। আমি তোমাকে আমার জান্নাতের ফল খাওয়াবো, হাউজে কাওসার থেকে পানি পান করাবো, সালসাবিলের ঝরনা দ্বারা তোমাকে গোসল করাবো। (তাফসিরে জালালাইন)

(২১) প্রতিদিন ফজরের নামাযের পরে দশবার দুরুদ শরীফ পড়ার দ্বারা (ক) বান্দার রুহ নবী ও সিদ্দীকিনদের মত বের করা হবে (খ) পুলসিরাত সহজে অতিক্রম করবে (গ) ফিরিশতারা সিজদায় মাথা রেখে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে (ঘ) উক্ত ব্যক্তিকে হাউজে কাউসার থেকে পানি পান করার ক্ষেত্রে সাহায্য করা হবে। (জারি'য়াতুল উসুল)

(২২) প্রতিদিন সকালে উনিশবার ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ–

পড়ার দ্বারা জাহান্নামের উনিশটি আযাব এবং আযাব প্রদানকারী উনিশজন ফিরিশতা থেকে চব্বিশ ঘন্টা অর্থাৎ একদিন ও একরাতের জন্য নাজাত দেয়া হয়। এমনকি এমনিভাবে দ্বিতীয় দিন দ্বিতীয়বার পড়ার দ্বারাও। (তাফসীরে মাজহারী)

(২৩) যে ব্যক্তি সকালে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ–

পড়বে, (ক) আল্লাহ তা'আলা তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন, (খ) শয়তান থেকে দূরে রাখা হবে, (গ) তাকে রক্ষা করা হবে, (ঘ) তাকে হেদায়েত দেয়া হবে। (তিরমিযী শরীফ)

(২৪) প্রতিদিন একটি যে কোন নির্দিষ্ট সময়ে পঞ্চাশবার ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ صَلٰوةً دَائِمَةً بِدَوَامِكَ–

পড়লে দ্বীন ও দুনিয়ার অবিচলতা লাভ হবে।

(তাফসিরে মাজহারী)

(২৫) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ

এই দু'আ পাঠকারীকে সমস্ত মুসলমানের সংখ্যা বরাবর নেকী দেওয়া হবে এবং সে ধারণা বহির্ভূত জায়গা থেকে রিযিক প্রাপ্ত হবে। (হিসনে হাসিন)

(২৬) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ–

যে ব্যক্তি এই দু'আটি পড়বে, এর সাওয়াব সত্তরজন ফিরিশতাকে এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী লিখতে কষ্টের মধ্যে ফেলে দিবে। (ফাজায়েলে দরুন্দ শরীফ)

বিসমিল্লাহ শরীফের ফয়েজ ও বরকত

আল্লাহ তা‘আলার নামে শুরু করছি যিনি অত্যন্ত দয়াশীল এবং মেহেরবাণ।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাস‘উদ (রাঃ) বলেন, জনাব রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়বে আল্লাহ তা‘আলা তার প্রত্যেক হরফের বিনিময়ে চার হাজার নেকীর সাওয়াব লিখে দিবেন, চার হাজার গুনাহ মাফ করে দিবেন এবং চার হাজার মর্তবা বুলন্দ করবেন। (নুজহাতুল মাজালিস)

উল্লেখ থাকে যে, “বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম” এর মধ্যে ঊনিশটি হরফ রয়েছে। সুতরাং একবার পড়ার দ্বারা ৭২ হাজার নেকীর সাওয়াব, ৭২ হাজার গুনাহ মাফ এবং ৭২ হাজার মর্তবা বুলন্দ হয়। সুবহানাল্লাহ! *আমার মেহেরবান রবের দানের কথা কি বলব!*

“বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম” আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীনের শেষ কিতাব কুরআনুল কারীমের অলংকার। যখন কোন হৃদয়ে তা গেথে যায়, বাসা বেঁধে নেয় তখন তাতে না অন্য কোন কিছুর সুযোগ থাকে, না প্রয়োজন। যে উচ্চতা, শান্তি, বরকত এবং মহত্ব তার অর্জিত হয়েছে তা অন্য কোন আমলে নেই। তার

মধ্যেই গৌরব রয়েছে, রয়েছে সৌন্দর্য। পদ-মর্যাদা, শক্তি ও মহত্ব তার মধ্যেই নিহীত। বিসমিল্লাহর “বা” এর নুকতার বরকতে দয়ার ঝরণা উদগীরিত হয় এবং মেহেরবান খোদার সমস্ত মাখলুক জলজ হোক বা স্থলজ, নূরের তৈরী হোক বা আগুনের তৈরী সকলেই তা দ্বারা উপকৃত হয়। এটা নাযিল হওয়ার সময় শয়তান নিজের মাথায় মাটি মেরেছিল এবং তার উপর পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছিল। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন নিজের সম্মান ও বড়ত্বের কসম খেয়ে বলেছেন, যে কাজেই আমার এই বরকতপূর্ণ নাম নেয়া হবে তাতে বরকত হবে, অসুস্থতায় পড়া হলে তা থেকে আরোগ্য লাভ হবে এবং যে ব্যক্তি তা পড়বে সে জান্নাত লাভ করবে।

সকাল-সন্ধ্যায় পাঠিত বিভিন্ন দুআর অতি উত্তম সংকলন :

(১) সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। যদিও তা সমুদ্রের ফেনা সমতুল্য হয়। (মাজমা‘য়ুয যাওয়ায়েদ)

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ – আটবার।

(২) চারটি রোগ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সুরক্ষা হবে : কুষ্ঠ, পাগল, অন্ধত্ব, প্যারালাইসিস।

(মাজমা'য়ুয যাওয়ায়েদ)

سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ– দশবার।

(৩) জাহান্নাম থেকে রক্ষা। (আবু দাউদ)

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ – তিনবার

(৪) দশটি নেকী লাভ, দশটি গুনাহ মাফ, দশটি মর্তবা বুলন্দ হওয়া, দশটি গোলাম আযাদ করার সওয়াব, শয়তান এবং প্রত্যেক অপছন্দ বিষয় থেকে সুরক্ষা। (তিরমিজী শরীফ)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ– দশবার

(৫) আকস্মিক বিপদ থেকে রক্ষা :

(তিরমিজী, আবু দাউদ)

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ–

দশবার–

(৬) প্রত্যেক অনিষ্টকর জিনিস থেকে রক্ষা :

(আবু দাউদ, মুসলিম, তিরমিজী)

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ-

তিনবার–

(৭) কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বান্দাকে সন্তুষ্ট করা : (আবু দাউদ, তিরমিজী)

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا وَّنَبِيًّا– তিনবার–

(৮) দুনিয়া ও আখিরাতের বিভিন্ন বিষয় সমাধানের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা যথেষ্ট হওয়া।

(আবু দাউদ, কানযুল আ'মাল)

حَسْبِىَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ– আটবার

(৯) 'প্রধান ইসতিগফার' জান্নাতের সনদ পাওয়া। (বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিজী, নাসাঈ)

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَ وَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُلَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُالذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ– একবার

(১০) দিনরাতের বিভিন্ন নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে : (আবু দাউদ)

اَللّٰهُمَّ مَآ اَصْبَحَ اَمْسٰى بِىْ مِنْ نِّعْمَةٍ اَوْ بِاَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَ لَكَ الشُّكْرُ-- একবার

(১১) জ্বিন-ভুত ইত্যাদি থেকে রক্ষা পেতে :

(তিরমিজী)

আয়াতুল কুরসী পড়ার পর ইহা পড়বে-

حٰمٓ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ- غَافِرِ الذَّنْبِ وَ قَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ-

একবার করে,

সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক্ব, সূরা নাস তিনবার করে।

(১২) প্রত্যেক কাজের জন্য যথেষ্ট হওয়া :

(আবু দাউদ, তিরমিজী, নাসাঈ)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِالرِّجَالِ -। একবার

(১৩) ঋণ আদায় ও বিভিন্ন দুঃশ্চিন্তা থেকে মুক্তি লাভ।

(আবু দাউদ)

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ لَاقُوَّةَ اِلَّابِاللّٰهِ مَاشَاءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًا -একবার

(১৪) সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য :

(আবু দাউদ)

اَعُوْذُبِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ -। তিনবার

(১৫) সত্তর হাজার ফিরিশতার দু'আ এবং কালিমার সাথে মৃত্যুর জন্য : (তিরমিজী)

هُوَاللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّاهُوَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَالرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ هُوَاللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّاهُوَ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ - هُوَاللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى يُسَبِّحُ لَهٗ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَالْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ -। একবার

(১৬) সমস্ত শরীরে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি এবং ক্ষমা লাভের জন্য : (আবু দাউদ, তিরমিজী)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَصْبَحْتُ اَمْسَيْتُ اُشْهِدُكَ وَاُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتِكَ وَجَمِيْعَ خَلْقِكَ اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ–

(১৭) হযরত আনাস (রাঃ) এর দু'আ : জান, মাল, দ্বীন ও পরিবার-পরিজনের প্রত্যেক ক্ষতি থেকে রক্ষা : (কানযুল আ'মাল, জামি'য়ুল জাওয়ামে)

بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى نَفْسِىْ وَدِيْنِىْ بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى اَهْلِىْ وَمَالِىْ وَ وَلَدِىْ بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى مَا اَعْطَانِىَ اللّٰهُ اَللّٰهُ رَبِّىْ لَا اُشْرِكُ بِهٖ شَيْأً اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَاَعَزُّ وَاَجَلُّ وَاَعْظَمُ

مِمَّا اَخَافُ وَاَحْذَرُ عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاءُكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِىْ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ مُّرِيْدٍ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ– فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اِنَّ وَلِيِّىَ اللّٰهُ الَّذِىْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ–। একবার

(১৮) হযরত আবু দারদা (রাঃ) এর দু'আ : আকস্মিক দুর্ঘটনা থেকে বাঁচার জন্য :

(কানযুল আ'মাল, জামি'য়ুল জাওয়ামে)

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ مَا شَاءَ اللّٰهُ كَانَ

وَمَالَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّابِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ وَ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًا اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّنَفْسِىْ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ -। একবার

(১৯) ওজিফা ও জিকির-আজকারে সংক্ষিপ্ততার ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে : (আবু দাউদ)

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ- يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ

الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَيُحْىِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ- একবার

(২০) হুজুর আক্বদাস ﷺ এর সাফাআত লাভের জন্য : (ত্বিবরানী, জামি'য়ুল মাসানিদ ওয়াস সুনান)

درود شریف ابرہیمی

দুরুদে ইবরাহীম শরীফ : দশবার।

নির্ভরযোগ্য হাদীসের আলোকে নিদ্রাকালীন মাসনূন জিকির-আজকার :

(১) নিম্নে উল্লেখিত ওজিফা আদায়কারীর ঘরে সকাল পর্যন্ত শয়তান ঢুকতে পারবেনা। (দারামী-৩৩৮২)

সে কুরআন শরীফ ভুলে যাবেনা। (দারামী-৩৩৮৫)

সকাল পর্যন্ত শয়তান থেকে হেফাজতে থাকবে।

(বুখারী-৫০১০)

বিপদাপদ ও অনিদ্রা থেকে মুক্তি লাভ করবে।

(বুখারী- ৫০০৯, মুসলিম- ৮০৮)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ- ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَارَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ- الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ- وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ-

اية الكرسى........ لَاۤ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْتَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ

عَلِيْمٌ- اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اَوْلِيٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ- هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ- لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْۤ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ- اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ- لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا

وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَّسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ- ।একবার

(২) শির্‌ক থেকে মুক্ত থাকবে। (মুসলিম-৩৪২৭, আবু দাউদ-৫০৫৫, তিরমিজী-২৪০৩, মুসনাদে আহমাদ-২৩২৯৫)

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ- لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ- وَلَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ- وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ- لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ- ।একবার

(৩) "একটি বিশেষ 'আমল" রাসূলুল্লাহ ﷺ নিম্ন বর্ণিত সূরা গুলোকে দুই হাতের উপর দম করে শরীরের যে সমস্ত যায়গায় হাত পৌছে ফিরিয়ে নিতেন। তিনবার এরূপ করতেন।

(বুখারী-৬৩১৯/৩৪০২, আবু দাউদ-৫০৫৬)

সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক্ব, সূরা নাস। তিনবার।

(৪) তাসবিহাতে ফাতেমী : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : এ 'আমল খাদেম থেকে উত্তম। অর্থাৎ এ 'আমল দ্বারা সারা দিনের ক্লান্তি দূর হয়ে যায়।

(বুখারী-৬৩১৮,মুসলিম-২৭২৮,তিরমিজী-৩৪০৮,আবুদাউদ-৫০৬২)

তাসবিহাতে ফাতেমী অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার, আল্লাহু আকবার ৩৪ বার।

(৫) সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়। চাই তা সমুদ্রের ফেনা বা গাছের পাতা বা মরুভূমির বালু অথবা দুনিয়ার দিবসের সমতুল্য হোক না কেন।

(তিরমিজী- ৩৩৯৭)

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ- তিনবার।

(৬) সকাল পর্যন্ত দুর্ঘটনা/প্রেতাত্মা এবং প্রত্যেক বিষাক্ত বস্তুর অনিষ্ট থেকে নিরাপদে থাকবে।

(মুসলিম-২৭০৯, আবু দাউদ- ৩৮৯৯)

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ- তিনবার।

(৭) দুঃস্বপ্ন এবং ঘুমের মাঝে ভয় পাওয়া থেকে রক্ষা : (তিরমিজী- ৩৫২৮, আবু দাউদ-৩৮৯৩)

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَنْ يَحْضُرُوْنَ-

(৮) দারিদ্রতা এবং ঋণ থেকে মুক্তি :

(মুসলিম-২৭১৩,তিরমিজী-৩৪০০,আবুদাউদ-৫০৫১,ইবনেমাজা-৩৮৭৩)

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ وَرَبَّ الْاَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ربنا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوٰى وَمُنْزِلَ التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْفُرْقَانِ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ- اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَاَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ اِقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَاَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ- একবার।

(৯) অনিদ্রার চিকিৎসা : (তিরমিজী-৩৫২৩)

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَمَا اَظَلَّتْ وَرَبَّ الْاَرَضِيْنَ وَمَا اَقَلَّتْ وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا

اَللّٰهُمَّ كُنْ لِّيْ جَارًا مِّنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ

اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيَّ اَحَدٌ مِّنْهُمْ اَوْ اَنْ يَّبْغِيَ

جَمِيْعًا عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ

وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ– একবার।

(১০) রাসূলুল্লাহ ﷺ নিদ্রা গমনকালে নিজের ডান হাত গন্ডদেশে রেখে এই দু'আ পড়তেন :

(বুখারী- ৬৩২০, ৭৩৯৪, মুসলিম-২৭১১, ২৭১৪)

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰ / بِاسْمِكَ رَبِّيْ

وَضَعْتُ جَنْبِيْ وَبِكَ اَرْفَعُهُ فَاِنْ اَمْسَكْتَ

نَفْسِيْ فَارْحَمْهَا وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا

تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ– একবার।

(১১) রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ওযু সহ ডানদিকে ফিরে শুয়ে সমস্ত ওজিফা আদায় করে এই দু'আ পড়ে নিদ্রা যাবে, যদি সেই রাতে সে মৃত্যুবরণ করে তবে ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করবে আর যদি সে জীবিত থাকে তবে তার কল্যান হবে।

(বুখারী- ৬৩১১, ২৭১০, তিরমিজী-৩৫৭৪, আবু দাউদ-৫০৪৬)

اَللّٰهُمَّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ- اَللّٰهُمَّ

اَسْلَمْتُ نَفْسِيْ اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِيْ اِلَيْكَ

وَوَجَّهْتُ وَجْهِيْ اِلَيْكَ وَاَلْجَاْتُ ظَهْرِيْ اِلَيْكَ

رَغْبَةً وَّرَهْبَةً اِلَيْكَ لَا مَلْجَا وَلَا مَنْجَا مِنْكَ

اِلَّا اِلَيْكَ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ اَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ

الَّذِيْ اَرْسَلْتَ– একবার।

স্বরূপ বক্শিয়ে দিতে পারে এবং সাথে সাথে নিজে রাও অগণিত নিয়ামত হাসিল করতে পারে।

ঈসালে সওয়াবের দু'টি পদ্ধতি

কোন ব্যক্তি তার নিজের জন্য আমল করে তার প্রাপ্ত সাওয়াব যদি অন্যকে দান করতে চায় তবে এক্ষেত্রে পুনরায় দু'আ করা জরুরী।

অপরকে সাওয়াব পৌঁছানোর জন্য ইবাদত করেছে তবে পুনরায় দু'আ করার দরকার নেই। (শামী)

ঈসালে সাওয়াব কি, এর গুরুত্ব - ফযীলত

কারও মৃত্যুর পর রহমত আর মাগফিরাতের দু'আ করা এবং জানাযার নামায পড়া সুন্নত। এরপর মৃত ব্যক্তির উপকারের দ্বিতীয় পন্থা হলো, মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে সদকাহ, খয়রাত করা। কোন নেক কাজ করে মৃত ব্যক্তিকে হাদিয়া দেয়া একে ঈসালে সাওয়াব বলা হয়।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, কোন ঘরে কারো মৃত্যুর পর ঐ ঘরের লোকেরা যখন তার নামে কোন সদকাহ্ করে তখন ঐ সদকাহ্র সাওয়াব হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস

মাত্র ১৫ মিনিটে ৯ বার কুরআন শরীফ খতম এবং এক হাজার আয়াত পড়ার সাওয়াব

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তাআ'লার, যিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানব কুলের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন এবং আল্লাহ্ ভীরু সাহাবা রাদিআল্লাহু আনহুমদের কে এমন পথে পরিচালিত করেছেন যারা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অপূর্ব সুন্দর শরীয়াকে বাস্তব রূপদান করেছেন।

শরীয়তের বিধান অনুসারে সামান্য আ'মালের বিনিময়ে অগণিত সাওয়াব পাওয়া যায়।

ভাল আমলের জন্য রয়েছে দু'ধরনের পুরস্কার। প্রথমতঃ 'সাওয়াবে ইস্তিকাকি' এবং দ্বিতীয়তঃ 'সাওয়াবে ফাজলি'। যদি কোন ব্যক্তি এক বা একাধিক বার কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করে তাহলে যে সাওয়াব হয়, হাদিসে বর্ণিত ফজিলত অনুযায়ী তা-ই হচ্ছে 'সাওয়াবে ফাজলি'।

মাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি এই আমল করে তাদের প্রিয় মৃতজনদের জন্য হাদিয়া

সালাম একটি নূরের পাত্রে রেখে তার কবরে নিয়ে যান এবং তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে বলেন, হে কবরবাসী! এই হাদিয়া আপনার ঘরের লোকেরা আপনার জন্য পাঠিয়েছে, একে আপনি গ্রহণ করুন। মুরদারা এতে সন্তুষ্ট হয়ে তার প্রতিবেশীদেরকে শুভ সংবাদ শোনায়। তার প্রতিবেশীদের মধ্যে যাদের নামে কোন হাদিয়া বা সাওয়াব আসেনি তারা দুঃখিত হয়। (নুরুচ্ছুদূর)

কবরে মৃত ব্যক্তিদের উপকারী জিনিস

মানুষ এই দুনিয়া ত্যাগ করে যখন আখিরাতের যাত্রী হয়, তখন আর তার আমলনামায় কোন কিছু লেখা হয় না। আমলনামা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। তখন আর সে নেক কাজ করতে পারে না। তারা সর্বদা আযাব হতে মুক্তি পাবার জন্যে দুনিয়ার কোন মানুষ তাদের জন্যে কোন নেক আমল পাঠায় কি-না, তার অপেক্ষায় কেবল দিন গুণতে থাকে। আমরা খাওয়া-দাওয়ার প্রতি মুখাপেক্ষী, মৃত ব্যক্তি তার চেয়েও আমাদের দু'আ মুনাজাতের জন্য মুখাপেক্ষী থাকে। আমরা নামাজ পড়ে, রোজা রেখে, দান সদকাহ্ করে, মসজিদ নির্মাণ করে, কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করে অথবা দু'আ -

দুরূদ পাঠ করে মৃত ব্যক্তিদের কাছে পাঠালে, তারা যেমন তার পূর্ণ সাওয়াব প্রাপ্ত হয়, ঠিক তেমনি আমরাও তার পূর্ণ সাওয়াব পেয়ে থাকি। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– "পরবর্তী লোকেরা আল্লাহ্র দরবারে দুআ করতে গিয়ে বলবে, রাব্বানা! আমাদেরকে এবং আমাদের পূর্ববর্তী মুমীন ভাইদেরকে আপনার করুণার ছায়াতলে আশ্রয় দান করে মার্জনা করে দিন।"

আমাদেরকে ভুলনা

ইবনে নাজ্জার তাঁর তারীখের কিতাবে মালেক ইবনে দীনার (রহঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, "আমি জুম্মার রাত্রিতে কবরস্থানে গেলাম এবং দেখলাম সেখানে নূর চমকাচ্ছে। ধারণা করলাম যে, আল্লাহ তাআ'লা কবরবাসীদেরকে মাফ করে দিয়েছেন। সাথে সাথে গায়েব থেকে আওয়াজ এল যে, হে মালেক ইবনে দীনার! এটা মুসলমানদের পাঠানো তোহ্ফা; যা কবরবাসী ভাইদের জন্য পাঠিয়েছে। আমি বললাম তোমাকে খোদার কসম দিয়ে বলছি, আমাকে বলো যে, এ কি প্রকার তোহ্ফা? সে বললো, একজন মু'মিন অজু করে দুই রাকাআত নামাজ পড়েছে প্রথম রাকাআতে সূরা ফাতিহার পর সূরা কাফিরুন এবং দ্বিতীয়

রাকাআতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস পড়েছে। এরপর সে বলেছে, আয় আল্লাহ! এর সাওয়াব এই কবরস্থানের মুসলমান ভাইদেরকে আমি হাদিয়া দিলাম। এর কারণে আল্লাহ্ তাআ'লা আমাদের উপর আলো এবং নূর পাঠিয়েছেন। এবং আমাদের কবর সমূহকে প্রশস্ত করে দিয়েছেন। "মালেক ইবনে দীনার (রহঃ) বলেন, এই ঘটনার পর থেকে আমি প্রতি জুম্মার রাতে দুই রাকাআত নামাজ পড়ে মৃত ব্যক্তিদের জন্য হাদিয়া দিয়ে থাকি। মালেক ইবনে দীনার (রহঃ) বলেন, আমি একদিন হুজুর ﷺ কে স্বপ্নে দেখলাম। হুজুর ﷺ ইরশাদ করলেন, "হে মালেক ইবনে দীনার! তুমি যে পরিমানে আমার উম্মতের জন্য হাদিয়া পাঠিয়েছ আল্লাহ পাক তোমাকে ঐ পরিমাণে মাফ করে দিয়েছেন এবং সে পরিমাণ নেকীও দান করেছেন আর জান্নাতের মধ্যে তোমার জন্য একটি ঘর বানিয়েছেন যার নাম মুনীফ"।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুজুর ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার উম্মতের জন্য তোহ্ফা পাঠাও।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! কি তোহ্ফা পাঠাব? রাসূল ﷺ ইরশাদ করলেন, "মুমিনদের রূহ সমূহ জুম্মার রাত্রিতে

আসমান থেকে দুনিয়াতে এসে নিজেদের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে প্রত্যেক রূহ ব্যথিত আওয়াজে ডাকে, হে আমার বংশের লোকজন! হে আমার আত্মীয়-স্বজনেরা! আমাদের উপর অনুগ্রহ করে আমাদেরকে কিছু দাও, আল্লাহ্ তাআ'লা তোমাদের উপর দয়া করবেন। আর আমাদেরকে ভুলে যেওনা। আমরা দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত এবং কয়েদ খানায় বন্দি আছি সুতরাং আমাদের প্রতি দয়া কর। আমাদের জন্য দুআ, সদকাহ্ এবং তাসবীহ্ পাঠানো বন্ধ করিওনা। হয়ত আল্লাহ্ তাআ'লা আমাদের প্রতি রহম করবেন। আর এটা ঐ অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার আগে কর যে, তোমরাও আমাদের মত হবে। আফ্সোস! হায় লজ্জা! আল্লাহ্র বান্দারা আমাদের কথা শুন এবং আমাদেরকে ভুলনা। তোমাদের জানা আছে এই ঘর যা আজ তোমাদের দখলে গতকাল তা আমাদের ছিল এবং আমরা আল্লাহ্ পাকের রাস্তায় খরচ করতাম না, আল্লাহ্র রাস্তায় দিতাম না। সুতরাং ঐ সম্পদ আজ আমাদের জন্য মুসিবত হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ অন্যান্য লোকেরা এর দ্বারা উপকৃত হচ্ছে আর এর হিসাব এবং আজাব আমাদের উপর হচ্ছে। তারপর হুজুর ﷺ ইরশাদ

করেন, প্রত্যেক রূহ হাজার বার নিজ পরিবারের পুরুষ এবং মহিলাদেরকে ডাকে যে, আমাদের উপর অনুগ্রহ কর, টাকা-পয়সা দ্বারা অথবা রুটির টুকরা দ্বারা। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন যে, এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁদলেন আর আমরাও কাঁদলাম। শেখ ইবনে আলী (রহঃ) এই হাদীস নিজ কিতাবে রেওয়ায়েত করেছেন। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মৃত ব্যক্তিদের উপর প্রথম দিন এবং প্রথম রাত্রির চেয়েও বেশী কঠিন সময় আসে। তোমরা সদকাহ্র দ্বারা তোমাদের মৃতদের প্রতি দয়া কর। লোকেরা আরজ করলো ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা যদি সদকাহ্ দেয়ার মত কিছু না পাই? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন দুই রাকাআত নামাজ পড়। প্রত্যেক রাকাআতে সূরা ফাতিহার পর একবার আয়াতুল কুরসী, একবার সূরা তাকাসূর এবং সূরা ইখলাস এগারো বার। নামাজ শেষ করার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ৭০ বার দুরুদ শরীফ পাঠ কর এবং এই সকল সাওয়াব মৃতদের উপর হাদিয়া দাও। তাহলে আল্লাহ্ তাআ'লা ঐ মৃত ব্যক্তির কাছে ৭০ জন ফিরিশতা পাঠান যাদের প্রত্যেকের সাথে জান্নাতি পোশাক এবং তোহ্ফা থাকে। আর আল্লাহ্ তাআ'লা সেই মৃত ব্যক্তির কবরকে প্রশস্ত করে দেন।

এই উভয় রেওয়ায়েত শেখ আহম্মদ মক্কী (রহঃ) তাঁর নিজের রিসালা আল মিরআতে উল্লেখ করেছেন।

সূরা ফাতিহা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি তিন বার সূরা ফাতিহা পাঠ করবে সে দুই খতম কুরআন পড়ার সাওয়াব পাবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ- اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ- غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ- اٰمِيْن

আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস হতে বর্ণিত তাফসীরে মাজহারীঃ খন্ড-২, পৃষ্ঠা-১৫

সূরা কদর

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি চার বার সূরাতুল কদর পাঠ করবে সে এক খতম কুরআন পড়ার সাওয়াব পাবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ - وَمَاۤ اَدْرٰكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ - لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ - تَنَزَّلُ الْمَلٰۤئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ - سَلٰمٌ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ -

ফরদাউস ওয়ালিমী হতে বর্ণিত- মুসনাদে আহমদ

আয়াতুল কুরসী

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি চার বার আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে সে এক খতম কুরআন পড়ার সাওয়াব পাবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَاۤءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ

আহমদহতেবর্ণিত-তাফসীরেমাওয়াহিবুরহমানখন্ড-১,পৃষ্ঠা-১১

সূরা যিলযাল

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি দুই বার সূরা যিলযাল পাঠ করবে সে এক খতম কুরআন পড়ার সাওয়াব পাবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا - وَ اَخْرَجَتِ
الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا - وَ قَالَ الْاِنْسَانُ مَالَهَا
يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا - بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى
لَهَا - يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِّيُرَوْا
اَعْمَالَهُمْ - فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا
يَّرَهٗ - وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ -

তিরমিজী ঃ খন্ড-২, পৃষ্ঠা-১৭

সূরা আদিয়াত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি দুই বার সূরা আদিয়াত পাঠ করবে সে এক খতম কুরআন পড়ার সাওয়াব পাবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَ الْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا - فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا -
فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا - فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا - فَوَسَطْنَ
بِهٖ جَمْعًا - اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ - وَاِنَّهٗ عَلٰى
ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ - وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ -
اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُبُوْرِ - وَحُصِّلَ مَا
فِى الصُّدُوْرِ - اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ -

আবু ওয়াইদা হতে বর্ণিত- তাফসীরে মহিবুর রহমান খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১

সূরা তাকসুর

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি দুই বার সূরা তাকাসুর পাঠ করবে সে এক হাজার আয়াত পাঠ করার সাওয়াব পাবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ- حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ-
كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ- ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ-
كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ- لَتَرَوُنَّ
الْجَحِيْمَ- ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ- ثُمَّ
لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ-

বায়হাকি হতে মিশকাত ঃ পৃষ্ঠা- ১৯০

সূরা নছর

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি চার বার সূরা নছর পাঠ করবে সে এক খতম কুরআন পড়ার সাওয়াব পাবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ- وَرَاَيْتَ
النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ
اَفْوَاجًا- فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا-

তিরমিজী ঃ খন্ড-২, পৃষ্ঠা-১১৭

সূরা কাফিরূন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি দুই বার সূরা কাফিরূন পাঠ করবে সে এক খতম কুরআন পড়ার সাওয়াব পাবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ- لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ- وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ- وَلَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ- وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ- لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ-

তিরমিজী ঃ খন্ড- ২, পৃষ্ঠা-১৭